‘বাংলাদেশ থেকে নয় আমরা মিয়ানমার থেকে গ্যাস আনছি...’

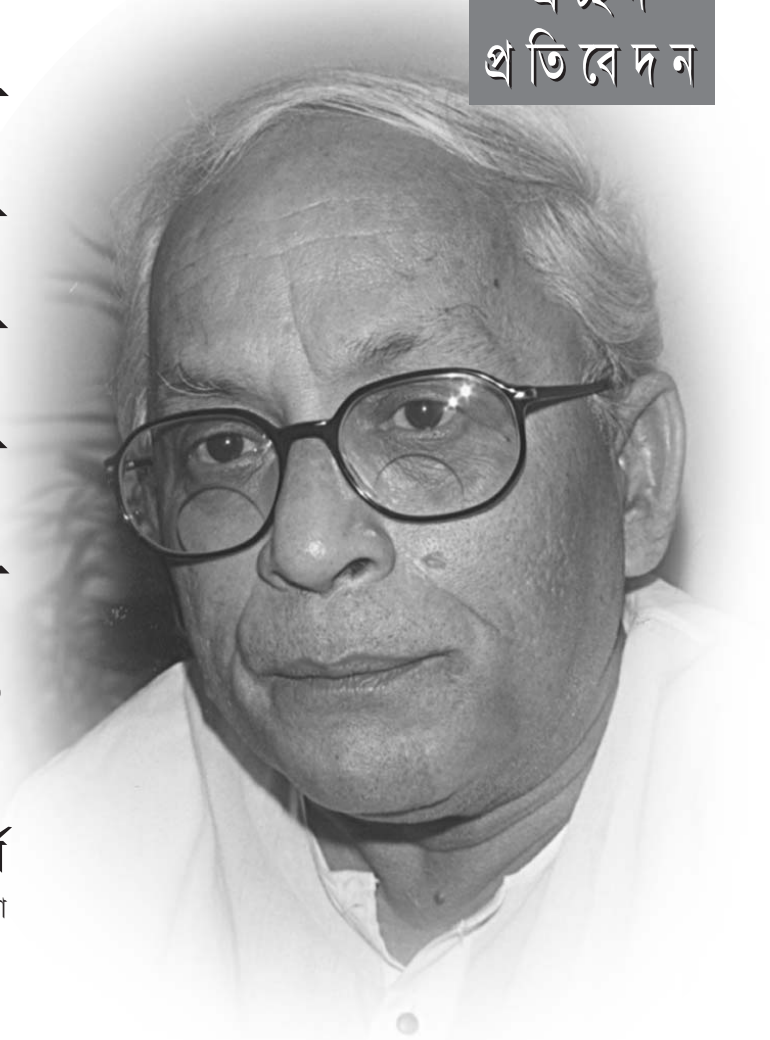

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য
মুখ্যমন্ত্রী, পশ্চিমবাংলা

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **গোলাম মোর্তোজা**

ধবধবে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি। বরফ সাদা মাথার চুল। অতি সাধারণ জীবন যাপন। দু’রুমের একটি ছোট্ট সরকারি ফ্ল্যাটে আগেও থাকতেন, এখনও আছেন। লেখক, রবীন্দ্র গবেষক। প্রায় পনেরশ’র মতো রবীন্দ্র সঙ্গীত মুখস্থ ছিল। কাজের চাপে, চর্চার অভাবে অনেকগুলো ভুলে গেছেন। এখনও আট-নয়শ’ রবীন্দ্রসঙ্গীত মুখস্থ আছে। কোলকাতার সাংস্কৃতিক অঙ্গনের পরিচিত মুখ। যার কথা বলছি তার সবচেয়ে বড় পরিচিতি- রাজনীতিবিদ। তিনি ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। পশ্চিমবঙ্গের অবিসংবাদিত নেতা জ্যোতি বসুর যোগ্য উত্তরসূরি। মেধা, শ্রম এবং সততার অপূর্ব সমন্বয়ের প্রতীক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। মুখ্যমন্ত্রী হয়েও ব্যবহার করেন সাধারণ মানের একটি অ্যাম্বাসেডর গাড়ি। আমাদের দেশের রাজনীতিবিদদের ক্ষেত্রে যা কল্পনাও করা যায় না। আমাদের একজন সাধারণ এমপিও ব্যবহার করেন পাজেরো বা নিশান পেট্রোল। দাম বিশ থেকে চল্লিশ লাখ টাকা। বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গ পাশাপাশি অবস্থান। রাজনীতিবিদের সততা আর অসততার কী চমৎকার নিদর্শন!

পরপর ৬টি নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে ২৬ বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের সরকারি ক্ষমতায় বামফ্রন্ট। বামফ্রন্টের হাত ধরে পশ্চিমবাংলা আজ ভারতের সবচেয়ে সমৃদ্ধ রাজ্যগুলোর একটি। রাজ্যগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৮ জিডিপি নিয়ে শীর্ষে অবস্থান করছে কর্ণাটক। ৭.৫ জিডিপি নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ। সারা ভারতের মধ্যে ধান, আলু, সবজি, মাছ প্রভৃতি উৎপাদনে পশ্চিমবাংলার অবস্থান এক নম্বরে। ভারতের সবচেয়ে বেশি কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার পশ্চিমবাংলায়। ’৯৪ সালের শিল্পনীতির সুফল পেতে শুরু করেছে পশ্চিমবঙ্গ। ভিডিওকন, মিৎসুবিসি, স্যামসং-এর মতো বিশাল কোম্পানিগুলো পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করেছে। আরো অনেক কোম্পানি বিনিয়োগ করতে আসছে।

তবে বামফ্রন্ট সরকারের সবচেয়ে বড় সাফল্য সফল ভূমি সংস্কার। ভূমি সংস্কারের সাফল্যই পশ্চিমবাংলার মানুষের ভাগ্যের মৌলিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। পশ্চিমবাংলার মোট চাষযোগ্য জমির ৭০ ভাগ বন্টন করে দেয়া হয়েছে ৯৪ ভাগ ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের মাঝে। কাজটি করেছে বামফ্রন্ট সরকার। দরিদ্র মানুষ হয়েছে ভূমির মালিক। আর শক্তিশালী পঞ্চায়েত ব্যবস্থা এই দরিদ্র মানুষদের করেছে ক্ষমতার অংশীদার। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামগুলোতে এখন লাঠিয়ালদের অস্তিত্ব নেই। গ্রামগুলোতে পৌঁছে গেছে টেলিফোন সুবিধা। মাত্র এক হাজার টাকা, তাও আবার কিস্তিতে জমা দিলে একজন কৃষক পেয়ে যায় টেলিফোন সংযোগ। বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হয় না, ঘুষও দিতে হয় না। পনেরো দিনের মধ্যে পাওয়া যায় টেলিফোন। মোবাইল টেলিফোন সুবিধা তো রয়েছেই। প্রতি মিনিট চার্জ চল্লিশ পয়সা থেকে দু’টাকা পঁচিশ পয়সা। একটি সিমকার্ডের দাম মাত্র তিনশ’ টাকা। তিন থেকে চার হাজার টাকায় পাওয়া যায় মোবাইল ফোন। কোনো রকম ইনকামিং কলচার্জ নেই। অনেক গ্রাম পঞ্চায়েতের রয়েছে নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স। সবকিছু মিলিয়ে পশ্চিমবাংলার গ্রামগুলোর চেহারা বদলে

দিয়েছে বামফ্রন্ট সরকার। এ কারণে এক একটি গ্রাম হয়ে উঠেছে বামফ্রন্টের শক্তিশালী দুর্গ।

১৪ মার্চ ২০০৩। বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কোলকাতা ইনফর্মেশন সেন্টারে সময় দিয়েছিলেন সাপ্তাহিক ২০০০কে। পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী ঠিক পাঁচটায় নীল রঙের সোফায় এসে বসলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। চা আর বিস্কুট খেতে খেতে শুরু হলো সাক্ষাৎকার। ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক, সীমান্ত উত্তেজনা, পুশইন, পুশব্যাক, মৌলবাদ-সব বিষয় নিয়েই খোলামেলা কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

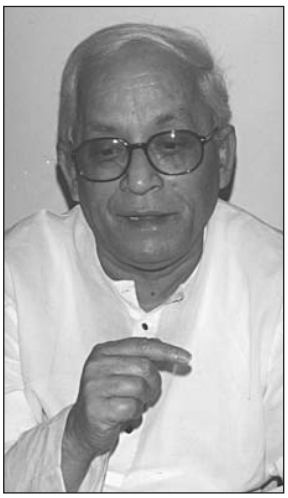

সাপ্তাহিক ২০০০ : বাংলাদেশের প্রতিবেশী ভারত একটি বিশাল রাষ্ট্র। নানা কারণে মাঝেমধ্যেই বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের টানাপড়েন তৈরি হয়। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে এর প্রভাব তেমন একটা পড়ে না। দীর্ঘকাল ধরেই পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে বাংলাদেশের একটা সুসম্পর্ক চলে আসছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে এসে আমরা পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গেও বাংলাদেশের সম্পর্কের অবনতি লক্ষ্য করছি। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে আমি এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য জানতে চাইছি।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : ভারত-বাংলাদেশের সঙ্গে যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে, সব সময় আমরা চাই এ সম্পর্ক শুধু রক্ষিত নয়, আরো উন্নত হোক। আর বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার সঙ্গে বাংলাদেশের যে সম্পর্ক, ঐতিহাসিক কারণে, সাংস্কৃতিক কারণে, ভাষার কারণে, ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থে কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হোক আমরা চাই না। আমরা চাই না দু' দেশের সম্পর্কের মাঝে টানাপড়েন তৈরি হোক, শীতল আবহাওয়া নেমে আসুক।

২০০০ : কিন্তু একটা শীতল আবহাওয়া নেমে আসছে বলেই তো মনে হচ্ছে?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : হ্যাঁ, আপনি যেটা বলছেন, আমারও মনে হচ্ছে এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে যা আমরা চাই না। কেউই চায় না। উভয়ের স্বার্থেই এটা চাওয়া উচিত নয়। কিছুদিন আগে কোলকাতায় আপনাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

২০০০ : পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খানের সঙ্গে আপনার এ আলোচনা কী পূর্ব নির্ধারিত ছিল?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : না, এটা পূর্ব নির্ধারিত কিছু ছিল না। তিনি কোলকাতা হয়ে ঢাকায় ফিরছিলেন। বিমান দেরি হওয়ার কারণে তার সঙ্গে আমার আলোচনা হয়।

২০০০ : আলোচনায় কোন বিষয়গুলো প্রাধান্য পেয়েছিল?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : তার সঙ্গে আলোচনায় আমি এ কথাগুলোই বলেছিলাম যে, দেখুন আজকে সারা পৃথিবী দ্রুত এগুচ্ছে ব্যবসা-বাণিজ্যে। এ বিষয়গুলো সামনে আসুক। ভারত-বাংলাদেশ বিশেষ করে পশ্চিমবাংলা-বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্কটা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আমাদের যে সাংস্কৃতিক ভাব বিনিময়, সেটা যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। সেটা অবশ্য এখনো ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

২০০০ : কিন্তু সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে কিছু একটা তৈরি হয়েছে- এর কারণ আপনার কাছে কী মনে হয়?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : কাউকে অভিযুক্ত করতে চাইছি না। আমি অনুভব করি সরকার পরিবর্তনের পর এ অবস্থার সূত্রপাত হয়েছে।

২০০০ : বাংলাদেশের সরকারের কথা বলছেন?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : বাংলাদেশ সরকারের কথা বলছি। আগের সরকারের মন্ত্রীরা ভারতে এলে কখনই কোলকাতা বাদ দিতেন না। আমাদের সঙ্গে অবশ্যই দেখা করতেন, আলোচনা করতেন। এতে অনেক সমস্যার শুরুতেই সমাধান হয়ে যেত। একে অপরকে বুঝতে সুবিধা হতো। শীতল সম্পর্ক বা টানাপড়েন তৈরি হওয়ার সুযোগ থাকতো না।

২০০০ : বিএনপি সরকার যখন '৯১ সালে ক্ষমতায় এসেছিল তখনও কী সম্পর্কে এমনটা দেখা দিয়েছিল?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : না, তখন সম্পর্ক ঠিক এমন ছিল না। আপনাদের বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা লক্ষ্য করছি, মন্ত্রীরা ভারতে আসছেন কিন্তু কোলকাতাকে সফরের তালিকায় রাখছেন না। আমরা খবর পাই তারা কোলকাতায় আসছেন কিন্তু আমাদের সঙ্গে দেখা করছেন না। আমাদের কাছে এটা একটা ইঙ্গিত।

২০০০ : বলতে চাইছেন আপনাদের এড়িয়ে চলছেন?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : এর থেকে এড়িয়ে চলার ইঙ্গিত পাচ্ছি আমরা। এটা কীসের লক্ষণ? তারা কেন আমাদেরকে এড়িয়ে চলবেন? আমরা তো আপনাদের শত্রু নই।

২০০০ : এই এড়িয়ে চলার পেছনে কী কারণ থাকতে পারে বলে আপনার মনে হয়?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক আপনাদের দু' দেশের ব্যাপার। সে বিষয়ে আমি কোনো মন্তব্য করতে চাই না, করা উচিতও নয়। কিন্তু পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোশাররফ বাংলাদেশ থেকে ঘুরে যাওয়ার পর থেকেই কেমন যেন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মনে হচ্ছে এরপর থেকেই বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন কিছু ভাবছে। যদিও আমার মনে হওয়াটা সত্যি না হলেই খুশি হবো। কিন্তু দিন দিন সম্পর্কের এই অবস্থা দেখে আমার মনে এই সন্দেহটা আসছে। তবে আমরা সব সময়ই চাই পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যেন এমন সম্পর্ক তৈরি না হয়।

'আপনাদের বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর আমরা লক্ষ্য করছি, মন্ত্রীরা ভারতে আসছেন কিন্তু কোলকাতাকে সফরের তালিকায় রাখছেন না। আমরা খবর পাই তারা কোলকাতায় আসছেন কিন্তু আমাদের সঙ্গে দেখা করছেন না। আমাদের কাছে এটা একটা ইঙ্গিত'

২০০০ : সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, চীন প্রভৃতি দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরির নতুন উদ্যোগ নিয়েছে। এটা দেখেই কী আপনাদের এমনটা মনে হচ্ছে?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : দেখুন, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। তারা কোন দেশের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক রাখবে সেটা একেবারেই তাদের নিজস্ব ব্যাপার। আপনারা অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলবেন- এটা তো স্বাভাবিক বিষয়ই। তাই সমস্যাটা ঐ জায়গাতে নয়।

২০০০ : তাহলে সমস্যাটা কোথায়?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : আমাদের উপমহাদেশে মৌলবাদ একটা বড় সমস্যা। সেই মৌলবাদের বিরুদ্ধে ভারতে আমরা লড়ছি। বাংলাদেশেও সম্ভবত মৌলবাদীরা একটু বেশি মাথা তুলেছে। যাদের উদ্দেশ্য ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করা। আমি বিশ্বাস করি, শুধু মৌলবাদই পারে দু' দেশের সম্পর্ক খারাপ করতে। আমাদের এখানকার শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, কোনো অঙ্গনের মানুষই চান না বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হোক। আমরা যতদূর জানি, ঢাকাতেও কেউ এমনটা চান না। মৌলবাদ দু' দেশের সুসম্পর্কের ক্ষেত্রে বড়

বাধা হিসেবে কাজ করছে। এই মৌলবাদের কালো থাবায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে দু' দেশের সম্পর্ক। আমরা কেউই যা চাই না।

২০০০ : মৌলবাদ একটি বড় সমস্যা- এ কথা আমরাও অস্বীকার করি না। বাংলাদেশের চারদলীয় জোট সরকারের দুটি শরিক দল মৌলবাদী। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এ কথাও সত্যি, বাংলাদেশের মানুষ মৌলবাদীদের পছন্দ করে না। ভারতে মৌলবাদীরা জনগণের ভোট নিয়ে রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসেছে, পাকিস্তানেও মৌলবাদীরা ক্ষমতায়। বাংলাদেশের মৌলবাদীরা কিন্তু তিনশ'র মধ্যে দু-তিনটির বেশি আসন পায় না। বাংলাদেশের মানুষ কিন্তু মৌলবাদীদের ভোট দেয় না।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : আগেই বলেছি, ভারতে মৌলবাদের বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করছি। আর আমি বলছি না যে বাংলাদেশে মৌলবাদীরা সবকিছু দখল করেছে, পাকিস্তানের মতো। তাহলে তো কোনো আশাই আর থাকতো না। আমি সেটা বলছি না। কিন্তু বাংলাদেশে মৌলবাদী শক্তি সরকারে একটি স্বীকৃতি পেয়েছে। বাংলাদেশের ভেতরে এই মৌলবাদী শক্তি খুব তৎপর। পশ্চিমবাংলার সঙ্গে বাংলাদেশের শীতল সম্পর্ক তৈরি হওয়ার এটাই অন্যতম কারণ।

২০০০ : হয়তো এটা একটা কারণ। কিন্তু এছাড়াও তো আরো অনেক কারণ রয়েছে।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : দু' দেশের মধ্যে অনেক সমস্যা রয়েছে। সেই সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা আমরা সব সময়ই করেছি, করছি। আমরা যে পানি চুক্তি করেছিলাম তার থেকে আমরা একচুল সরে আসিনি। জ্যোতি বসু তখন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী। অনেককে বুঝিয়ে আমরা এই চুক্তিটা করতে পেরেছিলাম। আমি জ্যোতি বসুর সঙ্গে তখন ঢাকায়ও গিয়েছি।

২০০০ : পানি চুক্তিটা তো হয়েছে ভারতে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটা বড় ভূমিকা হয়তো ছিলো।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : প্রকৃত পক্ষে পানি চুক্তির সম্পূর্ণ দায়িত্ব ছিল জ্যোতি বসুর ওপর। কেন্দ্রীয় সরকারের ইঞ্জিনিয়াররা আমাদের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু মূল কাজ জ্যোতি বসুই করেছিলেন। আমি সব সময়ই তার সঙ্গে ছিলাম। আমরা দু' দেশের সম্পর্ক সমানভাবে দেখার চেষ্টা করেছি।

২০০০ : কিন্তু এই পানি চুক্তি নিয়ে বাংলাদেশের অভিযোগ, যে পরিমাণ পানি পাওয়ার কথা ছিল সেটা পাওয়া যাচ্ছে না।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : এই বক্তব্যের কোনো ভিত্তি নেই। কারণ আমাদের কাছেও হিসাব আছে তো। আমরা নিয়মিত হিসাব রাখি। বাংলাদেশের সরকারি মুখপাত্র কোনোদিন এমন বক্তব্য রেখেছেন বলে আমার জানা নেই। বলেননি, তারা বলতে পারবেন না। বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়াররা ভারতের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে নিয়মিত বসছেন। চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশের কখন কী পরিমাণ পানি পাওয়ার কথা, সেটা তারা মিলিয়ে দেখছেন। এবং বাংলাদেশের যে পরিমাণ পানি পাওয়ার কথা, সেই পরিমাণ পানিই পাচ্ছে।

২০০০ : বাংলাদেশের নদীতে তো আমরা পানির অস্তিত্ব দেখছি না।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : সব নদীতে তো সব সময় সমান পানি থাকার কথা নয়। সমস্যা হয় নদীর যদি পানি ধারণ ক্ষমতা না থাকে। বাংলাদেশের নদীগুলো যদি ভরাট হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সেটা ড্রেজিং করে পানি ধরে রাখার দায়িত্ব বাংলাদেশের। সেটা না করলে তো চুক্তির পানির সুবিধা পাওয়া যাবে না।

'পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল মোশাররফ বাংলাদেশ থেকে ঘুরে যাওয়ার পর থেকেই কেমন যেন একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। মনে হচ্ছে এরপর থেকেই বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নতুন কিছু ভাবছে'

২০০০ : তিনবিঘা করিডরসহ সীমান্তে আরো অনেক সমস্যা রয়েছে যেগুলোর কার্যকর কোনো সমাধান হচ্ছে না।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : সীমান্ত নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় সরকার। রাজ্য সরকার হিসেবে আমাদের পক্ষে যা যা করা সম্ভব, যতটা করা সম্ভব তার পুরোটাই করেছি, করার চেষ্টা করেছি। বাংলাদেশ তিনবিঘা করিডর দিয়ে সারা দিন যাতায়াতের সুবিধা চেয়েছিল, আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সমঝোতা করে সেটা করেছি। এছাড়া অন্যান্য সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে আমাদের আন্তরিকতার কোনো ঘাটতি নেই।

২০০০ : আপনার কী মনে হয় বাংলাদেশ সরকারের আন্তরিকতায় ঘাটতি আছে?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : আমি সেটা বলছি না, বলতে চাই না। এটা বিশ্বাসও করতে চাই না। তবে আমি মনে করি, বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের যে শীতল সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে বা হতে যাচ্ছে, সেটা কাটানোর দায়িত্বটা বাংলাদেশের। আমি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলার সময় সেটা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি।

২০০০ : 'আলোচনা ফলপ্রসূ' হয়েছে- আমাদের রাজনীতিবিদদের থেকে দীর্ঘকাল ধরে আমরা একথা শুনে আসছি, আলোচনার ফলাফল যাই হোক না কেন। আমি জানতে চাইছি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খানকে যেটা বোঝাতে চেয়েছিলেন সেটা বোঝাতে পেরেছিলেন? অর্থাৎ আলোচনা সত্যিকার অর্থে ফলপ্রসূ হয়েছিল কি না?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : আলোচনাটা একটা চমৎকার হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশেই হয়েছিল। তবে আমি হয়তো আপনাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বোঝাতে পারিনি। আমরা পরস্পরকে হয়তো বুঝতে পারিনি। কথা আমরা অনেক বলেছি। আমি তাকে বুঝতে পারিনি। আমার ধারণা তিনিও আমাকে বুঝতে পারেননি।

২০০০ : সাম্প্রতিক সময়ে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কে নতুন মাত্রা পেয়েছে 'পুশইন' এবং 'পুশব্যাক'কে কেন্দ্র করে। এ বিষয়ে আপনাদের বক্তব্য বা অবস্থান জানতে চাইছি।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : এটা একটা দীর্ঘদিনের সমস্যা। আপনি ১৯৭১ সালের ইন্দিরা-মুজিব চুক্তির কথা জানেন। চুক্তির পর থেকে দু' দেশের সরকারের অবস্থান হচ্ছে, যদি কেউ বেআইনিভাবে আমাদের দেশে অনুপ্রবেশ করে তাকে আমরা গ্রেপ্তার করি, আদালতে নিয়ে প্রমাণ করি যে তিনি এ দেশের নাগরিক নন। তারপর তাকে আমরা বিএসএফের কাছে হস্তান্তর করি। বিএসএফ হস্তান্তর করে বিডিআরের কাছে। দীর্ঘদিন ধরে এভাবেই চলে আসছে। কিন্তু আকস্মিকভাবে কয়েক মাস আগে বাংলাদেশ সরকার বললেন ভারতে কোনো বাংলাদেশী নেই। যেটা একটা অ্যাবসার্ড কথা।

২০০০ : আপনি বলছেন ভারতে বাংলাদেশী আছে।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : আছে তো অবশ্যই। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী একটি অংশ আছে। একটি অংশ আছে যারা ভিসা নিয়ে এসেছেন, কিন্তু ফিরে যাননি। গত বিশ বছরের এরকম একটি ফাইল আমি দেখছিলাম। এ সংখ্যাটাও কম নয়। এ রাজ্যে আগে থেকেই তাদের আত্মীয়স্বজন ছিলেন। তারা তাদের

সঙ্গে মিশে এ রাজ্যের মানুষ হয়ে গেছেন। বছরের পর বছর ধরে এই প্রক্রিয়া চলছে। এই বিষয়টি আমাদের জানা। জানা সত্ত্বেও বিষয়টি নিয়ে অতীতে আমরা তেমন কিছু করিনি, বলিনি। বিষয়টি আমরা দেখেছি মানবিক দৃষ্টি দিয়ে। কিন্তু পুলিশের হাতে যারা গ্রেপ্তার হয়ে আদালতে প্রমাণ হয়েছে বাংলাদেশের নাগরিক, তাদেরকে আমরা বিডিআরের কাছে ফেরত দিয়েছি এবং বিডিআর ফেরত নিয়েছেও।

২০০০ : এই প্রক্রিয়া কতদিন ধরে চলছে।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : আমি যতদিন ধরে ক্ষমতায় আছি, ততদিন ধরেই চলছে।

২০০০ : কিন্তু মিডিয়ায় তো বিষয়গুলো আসেনি।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : দু' পক্ষের কেউই চায়নি বিষয়গুলো মিডিয়ায় এসে আলোচনা হোক। এ কারণেই মিডিয়ায় আসেনি। কিন্তু আকস্মিকভাবে বাংলাদেশ যখন বলল ভারতে কোনো বাংলাদেশী নেই, তখন সমস্যাটা প্রকট হয়ে উঠলো।

২০০০ : বাংলাদেশ তো এ কথা তখনই বলতে বাধ্য হয়েছে, যখন ভারতের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে দু' কোটি বাংলাদেশী ভারতে রয়েছে। বাংলাদেশের তো এ কথা বলা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

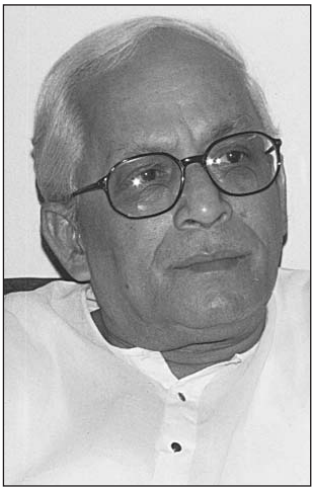

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : দেখুন, কোটির কথা আমি বলিনি। দিল্লি থেকে কে কী বলেছে আমি জানি না। সংখ্যাটা মাপাগোনা খুবই কঠিন। সংখ্যাটা এমন নয় যা ইগনোর করা যায়। সংখ্যাটা ব্যাপক।

২০০০ : কিন্তু এখানে...

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : আমি বলি তাহলে বিষয়টি বুঝতে পারবেন। যেদিন আমি আপনাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছি সেদিন রাত থেকে ঘটনাটা শুরু হলো। বাংলাদেশের বেদে সম্প্রদায়ের কিছু নাগরিককে নোম্যান্স ল্যান্ডে বসিয়ে বলছে, তাদের ভারতে ঢোকানো হবে।

২০০০ : আপনি ২১৩ জনের কথা বলছেন। যাদেরকে 'পুশইন' এবং 'পুশব্যাক' করা নিয়ে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : হ্যাঁ, ২১৩ জনের কথা বলছি।

২০০০ : এদেরকে সীমান্তে নিয়ে এসেছিল কারা?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : বিডিআর এদেরকে নিয়ে এসেছিল। এদেরকে ভারতে ঢোকানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল। আমরা শক্ত অবস্থান নিলাম। এদেরকে ভারতে ঢুকতে দেয়া হবে না। বিডিআর দু'দিন পর তাদেরকে ফেরত নিয়ে চলে গেল। এতদিন আমরা যে অনুপ্রবেশের অভিযোগ করছি, সেটাকে কাউন্টার করার জন্য বিডিআর এই কাজ করেছে বলে আমার ধারণা। বাংলাদেশের সরকার বিষয়টি জানতেন কিনা আমি জানি না। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হয়তো জানতেন না। কারণ সেদিনই তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল।

২০০০ : পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খানের তো বিষয়টি না জানার কথা নয়।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : হয়তো তিনি পরে জেনেছেন। আমি ধরে নিচ্ছি বিডিআরই এই কাজটি করেছে। আমি বিশ্বাস করতে চাই না যে বাংলাদেশ সরকার এই কাজটি করেছে। আমার বিশ্বাস বিডিআর স্তরেই এমন কাজ হয়েছে। এরকম ঘটনা দুটো পরপর হলো। হিলিতে একটা হয়েছে।

মোরশেদ খানকে আমি বলেছি আপনারা শুধু পুরনো অবস্থানটাতে ফিরে যান। যারা আগে এসেছেন, সেটেল করে গেছেন- তাদের বিষয়ে এখন আর কিছু করার নেই। আমরা তো অবিবেচক নই। আমাদের মধ্যে তো মানবিকতা বোধ আছে। যারা সেটেল করে গেছে তাদেরকে ধরে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাচ্ছি না। পূর্ব ইউরোপের লোক পশ্চিম ইউরোপ ছুটছে। মেক্সিকো থেকে ছুটছে আমেরিকায়। সারা পৃথিবী জুড়েই এমন ঘটছে। তেমনি বাংলাদেশ থেকেও মানুষ ভারতে এসেছে। এতোদিন মানবিক কারণে বলতে পারেন আমরা দেখেও না দেখার চেষ্টা করেছি।

২০০০ : পুরনো অবস্থায় ফিরে যাওয়া বিষয়ে মোরশেদ খান আপনাকে কী বলেছেন?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : তিনি বললেন, কত ভারতীয়ও তো বাংলাদেশে আছে। আমি বললাম, কোথায় আছে? সুনীল গাঙ্গুলী যান, চলে আসেন। আমি গিয়েছি চলে এসেছি। ভারতীয়রা বাংলাদেশে গিয়ে থেকে গেছে, সেটা আমার জানা নেই। তিনি বললেন, সমস্যাটা একই রকম। ভারতীয়রা বাংলাদেশে যান, বাংলাদেশের মানুষও ভারতে আসে। তার এই মন্তব্য খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আমি এটা মানতে রাজি নই। বাংলাদেশে যদি কোনো ভারতীয় থাকে তাদের বের করে দিন।

২০০০ : যে ২১৩ জনকে নিয়ে এতো ঘটনা ঘটে গেলো, তাদের বিষয়ে বাংলাদেশ তো জোর দিয়ে বলেছে যে তারা ভারতের নাগরিক।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : দেখুন তথ্য প্রমাণ ছাড়া তো আমরা কথা বলি না। আমাদের কাছে সব তথ্যই আছে। বিডিআর তাদেরকে বাংলাদেশের কোন গ্রাম থেকে ধরে এনেছিলো, রাতে খাইয়ে-দাইয়ে সকালে মেলায় নিয়ে যাবার কথা বলে কোন স্কুলে রেখেছিলো- সবই আমরা জানি। ভোরবেলায় তাদের নোম্যানস ল্যান্ডে বসিয়ে দেয়া হয়েছিলো। ইন্টিলিজেন্স তো আমাদেরও আছে। এটা খুবই অমানবিক একটা কাজ হয়েছে। এর জন্যে আমি বাংলাদেশ সরকারকে দায়ী করতে চাই না। হয়তো বিডিআর-এর একটা স্তরে এ কাজ করেছে।

২০০০ : ভারত সরকার মুসলমানদের বলছে 'অনুপ্রবেশকারী'। আর হিন্দুদের বলছে 'শরণার্থী'। এর কারণ কী?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : এটা আমাদের দেশে সাম্প্রদায়িক শক্তি যারা তারা বলছে।

২০০০ : আপনি বিষয়টিকে কীভাবে দেখেন?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : আমার কাছে যারা বেআইনিভাবে এসেছে তারা অনুপ্রবেশকারী। মুসলমান আসলে 'অনুপ্রবেশকারী' আর হিন্দু আসলে 'শরণার্থী'- আমি এ ভাষায় কথা বলি না। আমার মগজেও এসব নেই। এটা হচ্ছে বিজেপির কথা। সাম্প্রদায়িক শক্তির কথা। তিনি যেই হোন বেআইনিভাবে আসলে তিনি অনুপ্রেবেশকারী। তাকে ফিরে যেতে হবে। আগে যা হওয়ার হয়ে গেছে। সেটা নিয়ে এখন আর মাথা ঘামাতে চাই না।

২০০০ : আপনি কোন সময় থেকে ধরছেন। যাদেরকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে চাইছেন?

'আগেই বলেছি, ভারতে মৌলবাদের বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করছি। আর আমি বলছি না যে বাংলাদেশে মৌলবাদীরা সবকিছু দখল করেছে, পাকিস্তানের মতো। তাহলে তো কোনো আশাই আর থাকতো না। আমি সেটা বলছি না। কিন্তু বাংলাদেশে মৌলবাদী শক্তি সরকারে একটি স্বীকৃতি পেয়েছে'

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : এই ছয় মাস মতো হলো যখন থেকে বাংলাদেশ এই অবস্থানটা নিয়েছে যে, তারা কাউকে ফেরত নেবে না। বলছে ভারতে কোনো বাংলাদেশী নেই।

২০০০ : আপনারা যে বাংলাদেশীদের ভারতে থাকার কথা বলছেন। কোন সাল থেকে আসা বাংলাদেশীদের আপনারা হিসাবে ধরছেন?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : '৭১ সালের চুক্তির পর আর বাংলাদেশের কারো ভারতে এসে থেকে যাওয়ার কথা নয়। তারপরও অনেকে এসেছে এবং থেকে গেছে। এভাবে সাল উল্লেখ করে বলতে চাই না। এর অনেক সমস্যা আছে। আমি তো বলছি পুরনো বিষয় নিয়ে কথা বলে লাভ নেই। যারা এসে সেটেল করে গেছে তাদের বিষয়ে কথা বলতে চাই না দুটি কারণে। এক. মানবিকতা। দুই. যারা ভিসা নিয়ে এসে থেকে গেছে তাদেরকে আমরা কীভাবে খুঁজে বের করবো? তাদের তালিকা তো আমার কাছে আছে। কিন্তু খুঁজবো কোথায়? যারা এখন এসে সেটেল করতে চাইছে তাদেরকে ফেরত নিতে হবে। যেমন এখন বাংলাদেশের কয়েকশ জেলে আছেন আমাদের কাছে। তারা বাংলাদেশের নাগরিক। বাংলাদেশ কেন তাদের ফেরত নেবে না? আমরা কতদিন তাদের রাখবো? একারণেই আমি আপনাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেছি আপনারা শুধু পূর্বের অবস্থায় ফিরে যান। তাহলেই চলবে। এটা নিয়ে যত আলোচনা হবে সাম্প্রদায়িক শক্তি তত এতে সুযোগ পাবে। সেটা আমাদের কারো জন্যেই মঙ্গলজনক হবে না। আমরা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকেই এই সমস্যার সমাধান করতে চাই।

২০০০ : আপনি বারবার মানবিকতার কথা বলছেন। ২১৩ জন মানুষ নোম্যানস ল্যান্ডে বসে থাকলো কয়েকদিন। ইতিহাসের ভয়ঙ্করতম শীত ছিলো এই কয়েকদিন। তাদের পেটে ছিলো না খাবার, গায়ে ছিলো না কাপড়। বৃদ্ধ-শিশু... খোলা আকাশের নিচে দিন রাত কাটিয়েছে। একপাশে বিডিআর অন্যপাশে বিএসএফ রাইফেল তাক করে রেখেছে তাদের দিকে। এটা কোন ধরনের মানবিকতা?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : ভাবুন তো বিষয়টি। কতটা অমানবিক। বলতে খারাপ লাগছে, তবুও বলছি। আমরা অনুরোধ করেছিলাম শুধু রেডক্রসকে যেতে দিন। কিন্তু বিডিআর রেডক্রসকেও যেতে দেয়নি। আমরা খাবার জোগাড় করে ডাক্তার পাঠিয়ে ২১৩ জনকে বাঁচিয়ে রেখেছিলাম। আমাদের সরকার, পশ্চিমবাংলা সরকার এটা করেছে। আমরা ডাক্তার না পাঠালে খাদ্য না পাঠালে প্রাণহানি ঘটতো। আমরা এতোটা অমানবিক হতে পারিনি বলেই এটা করেছি। বিডিআর-এর তো নিজেদের নাগরিকদের বিষয়েও মানবিকতা বোধ নেই। আমাদের নাগরিকদের বিষয়ে এটা তো আমরা চিন্তাও করতে পারি না।

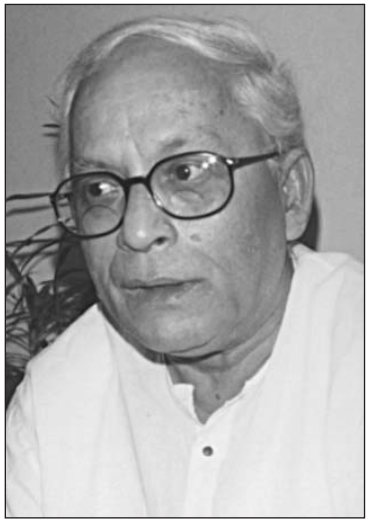

আমি হয়তো আপনাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বোঝাতে পারিনি। আমরা পরস্পরকে হয়তো বুঝতে পারিনি। কথা আমরা অনেক বলেছি। আমি তাকে বুঝতে পারিনি। আমার ধারণা তিনিও আমাকে বুঝতে পারেননি

২০০০ : কিন্তু বাংলাদেশ সরকার তো এদের বাংলাদেশের নাগরিক বলে স্বীকার করেনি। বাংলাদেশ সরকার বলেছে তাদেরকে ভারত ফিরিয়ে নিয়েছে। আবার ভারত সরকারও বলছে তাদেরকে বাংলাদেশ ফিরিয়ে নিয়েছে। বিষয়টি বেশ রহস্যজনক। আমরা এখনও পরিষ্কার করে জানি না যে ২১৩ জন মানুষ ভারতে না বাংলাদেশে ফিরে গেছে। এই রহস্যজনক ঘটনাটি পরিষ্কার করে বলবেন? আসলে কী ঘটেছে তাদের ভাগ্যে?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : তারা কী ভ্যানিস হয়ে গেল? বিডিআর তাদেরকে যেখান থেকে ধরে এনেছিলো সেখানেই ফিরিয়ে নিয়ে গেছে। আপনারা নিজেদের সীমান্ত এলাকায় অনুসন্ধান করলেও সেটা জানতে পারবেন। ভারতের অভ্যন্তরে ২১৩ জনের প্রবেশের তো প্রশ্নই ওঠে না।

২০০০ : সীমান্ত নিয়ে কথা বলতে গেলেই তো '৪৭-এর প্রসঙ্গ চলে আসে। দেশ বিভাগ যেভাবে হওয়া উচিত ছিলো সেভাবে হয়নি। সমস্যাটা তো সেই শুরুতেই তৈরি হয়েছিল।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : সমস্যা তো ঐখানেই। র‍্যাডক্লিফ সাহেব বসে দাগ মেরে দিলেন একটা। কারো বসতঘর পড়লো ভারতে, কারো রান্নাঘর পড়লো পাকিস্তানে। ছিটমহলের সমস্যাসহ সীমান্ত নিয়ে অনেক সমস্যা আছে। সেগুলোর কোনোটাই সমাধান হয়নি এখনো।

২০০০ : সমস্যা আছে সে কথা আমরা সবাই স্বীকার করি। কিন্তু সেই সমস্যাগুলো সমাধান করার উদ্যোগ নেই না কেন?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : ছিটমহল দীর্ঘদিনের সমস্যা। ম্যাপে আছে এটা বাংলাদেশ কিন্তু সেটা রয়েছে আসলে ভারতে। আবার ম্যাপে আছে ভারত সেটা রয়েছে বাংলাদেশে। এগুলো সব অ্যাডজাস্ট করতে হবে। সীমান্তের জিরো পয়েন্ট থেকে যে পরিমাণ দূরত্ব রাখতে হয়, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেটা রাখা হয়নি। যেটা রাখা হয়েছে পাকিস্তান সীমান্তে। বাংলাদেশের সঙ্গে জিরো পয়েন্ট থেকে দেড়শ' গজ দূরত্ব রাখার প্রয়োজনও নেই। কারণ দু'দেশের মধ্যে কোনো সামরিক উত্তেজনা নেই। রাজনৈতিক দিক দিয়ে দু'দেশের সম্পর্ক এতো ভালো ছিলো যে এই সমস্যাগুলো কখনো বড় হয়ে ওঠেনি।

২০০০ : একেবারেই যে সমস্যা হিসেবে কখনো দেখা দেয়নি তা তো নয়। সমস্যা যেহেতু আছে সেহেতু সমাধান করার উদ্যোগ তো নেয়া উচিত ছিলো।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : এই সমস্যাগুলো সমাধান না হওয়ার জন্য আমি বাংলাদেশ এবং ভারত দু'সরকারকেই দায়ী করবো। দু'পক্ষ যদি আরো একটু তৎপর হতেন, আন্তরিক হতেন- তাহলে কিছু কিছু সমস্যা মিটে যেত। আসলে দু'পক্ষের আলোচনায় কখনো বিষয়গুলো প্রাধান্য পায়নি। বাংলাদেশ আলোচনায় ৩৫টি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার চায়। ভারত বলে তাহলে করিডর দিতে হবে, গ্যাস দিতে হবে ইত্যাদি। সীমান্তের এই সমস্যাগুলোকে কোনো সরকারই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেনি।

২০০০ : আসলে এগুলো তো গুরুতর সমস্যা। এই সমস্যাগুলোর সমাধান হলে তো নতুন অনেক সমস্যা দেখা দিতো না।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : আসলে ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পর্কটাই আরো ভালো হওয়া উচিত। আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ভারসাম্যমূলক অবস্থায় নেই। আমি মনে করি, আরো কিছু সুবিধা বাংলাদেশের পাওয়া উচিত ছিল।

২০০০ : ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসঙ্গে পরে আসছি। শুরু করেছিলাম বাংলাদেশ-পশ্চিমবাংলা সম্পর্ক দিয়ে। আবার সেখানে ফিরছি। এর আগে কখনো আপনাদের মুখ থেকে এই অভিযোগ শুনিনি যে

আইএসআই বাংলাদেশে অবস্থান করে ভারত বিরোধী তৎপরতা চালাচ্ছে। ইদানীং এই অভিযোগ আপনারা প্রকাশ্যে করছেন। এর কারণ কী?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : কারণ অভিযোগ করতে বাধ্য হচ্ছি। এতোদিন করিনি, কারণ করার প্রয়োজন ছিল না। আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আছে কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গিগোষ্ঠী ভারতের ভেতরে অরাজকতা সৃষ্টির চেষ্টা করছে। পাকিস্তানের ভেতরে থেকে তারা এ কাজ করছে। ঘটনাচক্রে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে এই জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো তৎপর। তারা ভারত বিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত।

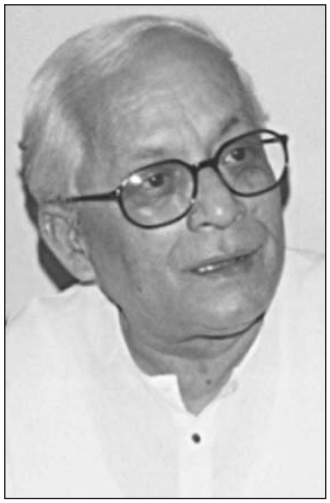

২০০০ : পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খানের সঙ্গে আলোচনায় কী এ বিষয়টি এসেছিল?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : আমি আপনাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বিষয়টি বলেছিলাম। উত্তরে তিনি বললেন, আপনাদের দেশে আইএসআই নেই? আমি বললাম, নিশ্চয় আছে। আইএসআই-এর এজেন্ট আমাদের দেশে বেশি আছে। আমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করছি। শুধু পশ্চিম বাংলায় ২০টি আইএসআই সম্পৃক্ত ঘটনায় ১২৫ জন জেলে আছে। এখন পর্যন্ত একটা মামলা শেষ হয়েছে। চাঁদিপুরের এই মামলায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এর মধ্যে একজন বাংলাদেশী, একজন পাকিস্তানি, একজন ভারতীয়। সর্বশেষ মুর্শিদাবাদের জলঙ্গী থেকে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছি। এরা গুজরাটে আর্মি ব্যারাকের মধ্যে পেনিট্রেড করেছিল, বাইজাকে নেভাল ব্যারাকের মধ্যে পেনিট্রেড করেছিল। এই চারজনের দু'জন বাংলাদেশের নাগরিক। অন্য দু'জন ভারতীয়। ভারতীয় দুজনের বাড়ি ডোমকলে। তারা জলঙ্গীতে বসে অপারেশন পরিচালনা করছিল। তাদের মূল অপারেটর ঢাকাতে বসে আছেন। আমি আপনাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে একথা বলেছি। তাকে বলেছি, ঢাকায় তার অফিস কোথায়, বাড়ি কোথায়-সব আপনাকে দিতে পারি। আমার বক্তব্য হচ্ছে, আপনারা এটা জেনে করছেন, নাকি না জেনে করছেন? আপনাদের অজান্তে এসব হচ্ছে, না আপনারা জেনেও কিছু করছেন না। যদি অজান্তে হয়, তাহলে আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ আপনারা সতর্ক হোন। আমাদের দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে আপনাদের দেশের ভেতর থেকে এটা হতে পারে না। যে বাংলাদেশের জন্য '৭১ সালে আমরা সীমান্ত খুলে দিয়েছিলাম। আপনাদের দেশে আমার যাওয়া হয়েছে দু'বার। একবার বেআইনি একবার আইনি। '৭১-এ বেআইনিভাবে আখাউড়ায় গিয়ে থেকেছি বেশ কয়েকদিন। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ওষুধপত্র নিয়ে গিয়েছিলাম। আর একবার গিয়েছিলাম পানিচুক্তি করতে। সেই বাংলাদেশের মাটিতে যদি ভারত বিরোধী, পশ্চিমবঙ্গ বিরোধী তৎপরতা চলে– সেটা আমাদের চরম দুর্ভাগ্য। আমরা বাংলাদেশের বন্ধু, অকৃত্রিম বন্ধু। '৭১ সালে সে প্রমাণ আমরা দিয়েছি। পশ্চিম বাংলা বাংলাদেশের বিষয়ে কতটা আন্তরিক সে প্রমাণ '৭১ সাল ছাড়াও বিভিন্ন সময়ে আমরা দিয়ে আসছি। নতুন করে আর কিছু প্রমাণের প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। পাকিস্তানকে তো অনুরোধ করে লাভ নেই। বাংলাদেশের কাছে আমাদের অনুরোধ আপনারা আপনাদের দেশে ভারতবিরোধী তৎপরতা চালাতে দেবেন না। আমরা আপনাদের আন্তরিক বন্ধু। আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্বটা নষ্ট করবেন না।

> 'দেখুন তথ্য প্রমাণ ছাড়া তো আমরা কথা বলি না। আমাদের কাছে সব তথ্যই আছে। বিডিআর তাদেরকে বাংলাদেশের কোন গ্রাম থেকে ধরে এনেছিলো, রাতে খাইয়ে-দাইয়ে সকালে মেলায় নিয়ে যাবার কথা বলে কোন স্কুলে রেখেছিলো-সবই আমরা জানি'

২০০০ : আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করে আপনার কী মনে হলো?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : আপনাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে আমার মনে হয় না কোনো লাভ হয়েছে।

২০০০ : তাহলে এ বিষয়ে আপনাদের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে? বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কী আলোচনা করার উদ্যোগ নেবেন?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : আপনাদের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করার আমার কোনো অধিকার নেই। আমি একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের দরিদ্র মুখ্যমন্ত্রী। সেটা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার করতে পারে। কোনো দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে অফিসিয়াল আলোচনা আমি করতে পারি না।

২০০০ : কিন্তু আপনাদের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের ভেতরে আইএসআই-এর যে তৎপরতার কথা বললেন, তার কোনো অস্তিত্ব তো আমরা দেখি না। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারও কিছুদিন ধরে বাংলাদেশে আইএসআই-এর তৎপরতার কথা বলছেন। তিনি বলছেন বাংলাদেশ থেকে জঙ্গিরা এসে ত্রিপুরায় সন্ত্রাস করছে। আপনারা সুনির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের কাছে অভিযোগ করছেন না কেন?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আমরা সুনির্দিষ্ট তথ্য-প্রমাণসহ অভিযোগ করেছি। বাংলাদেশ সরকারের হাতে আমরা ম্যাপ তুলে দিয়েছি। সে ম্যাপগুলোতে দেখানো আছে বাংলাদেশের কোন কোন অঞ্চলে এবং কোথায় কোথায় ত্রিপুরার জঙ্গি সংগঠন এনএলএফটির ক্যাম্প আছে। মোরশেদ খানের সঙ্গে আলোচনার সময়ও আমি বিষয়টি তাকে বলেছিলাম। মোরশেদ খান বললেন, তিনি এ ম্যাপের কথা শুনেছেন কিন্তু দেখেননি। তারপর আমরা কলকাতার ডেপুটি হাইকমিশনারের মাধ্যমে সেই ম্যাপ পাঠিয়েছি। চট্টগ্রাম, সিলেট, কুমিল্লা জেলায় এনএলএফটি'র ক্যাম্পগুলো চিহ্নিত করা আছে এই ম্যাপে।

২০০০ : এই অভিযোগ করা এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে পুনরায় ম্যাপ পাঠানোর পরে কী পরিস্থিতির কোনো অগ্রগতি হয়েছে?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : পরিস্থিতির কোনো উন্নতি হয়নি। আমি আপনাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে যখন বললাম তখন তিনি বললেন, 'বাংলাদেশে কোনো সন্ত্রাসী সংগঠনের ক্যাম্প নেই। আপনাকে এবং মানিক সরকারকে আমি বাংলাদেশে নিয়ে গিয়ে দেখাবো যে, বাংলাদেশে কোনো ক্যাম্প নেই।' এ কথা বললে তো আলোচনার কোনো অবকাশ থাকে না। তিনি যদি বলতেন বিষয়টি তিনি দেখবেন এবং সত্যিকার অর্থে দেখতেন তাহলে হয়ত পরিস্থিতির উন্নতি হতে পারতো। কিন্তু তিনি যখন পুরো বিষয়টি অস্বীকার করলেন তখন আমাদের তো আর কিছু বলার সুযোগ থাকলো না। অথচ ত্রিপুরার নির্বাচনের সময় আমরা প্রতিদিন আক্রান্ত হয়েছি, রক্তাক্ত হয়েছি।

২০০০ : এই অভিযোগগুলো মানিক সরকারও...

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : মানিক সরকারকে এই অভিযোগ আরো বেশি করতে হচ্ছে। কারণ আমার থেকে মানিকের রক্ত আরো বেশি ঝরছে।

২০০০ : আপনারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ক্যাম্পের কথা বলছেন।

বাংলাদেশের সিলেট বা কুমিল্লা অঞ্চলে এই ক্যাম্প থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। ভারতের সেভেন সিস্টারসের কিছু সংগঠনের ক্যাম্প পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে থাকার কথা বিভিন্ন সময়ে আলোচনা হয়েছে। এই অঞ্চল এতটাই দুর্গম যে, কোনো সন্ত্রাসী সংগঠনের ক্যাম্প যদি থেকেও থাকে, সেটা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে এর অস্তিত্ব আবিষ্কার করা কঠিন।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : দেখুন, আমরা বিশ্বাস করতে চাই না যে বাংলাদেশ সরকার জেনেশুনে ভারত বিরোধী জঙ্গিদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশ আমাদের সুনির্দিষ্ট অভিযোগগুলোকে অস্বীকার তো করতে পারে না। দুর্গম অঞ্চল হলেও আমরা অভিযোগ করেছি তো সুনির্দিষ্টভাবে। ইচ্ছে করলে বাংলাদেশ এই অভিযোগগুলোর বিষয়ে ব্যবস্থা নিতে পারে। তাহলে আমাদের রক্তঝরা বন্ধ হয়। বাংলাদেশের কাছে এই সহযোগিতাটুকু তো আমরা আশা করতেই পারি।

২০০০ : আপনার সঙ্গে কথা বলে মনে হচ্ছে অভিযোগগুলোকে গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে না। এই গুরুত্ব না দোয়ার পেছনে কী সুনির্দিষ্ট কোনো কারণ আছে বলে আপনার মনে হয়?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : আমি আগেই বলেছি, আবারও বলছি এর কারণ একটাই, আমাদের উপমহাদেশে আকস্মিকভাবে মৌলবাদের মাথাচাড়া দেয়া। এই সাম্প্রদায়িক শক্তি দু'দেশের সম্পর্ককে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এর থেকে বাঁচার একটি উপায় নিজেদের সতর্ক হওয়া। আমাদের পশ্চিম বাংলা সরকারের রাজনৈতিক দর্শন যদি কেউ বুঝে থাকেন তাহলে এটা অন্তত বোঝা উচিত যে, আমরা মৌলবাদ বা সাম্প্রদায়িক শক্তিকে কখনো প্রশ্রয় দেব না। আমরা মনে করি, বাংলাদেশেরও তাই করা উচিত। আমি আশাবাদী মানুষ। নিশ্চয়ই বাংলাদেশ তাই করবে। আসলে বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বাংলার মধ্যে যদি নিয়মিত আলোচনা হতো তাহলে অনেক সমস্যাই থাকতো না। কিন্তু বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীরা তো আমাদের সঙ্গে কথা বলতেই আগ্রহী হচ্ছেন না। আপনাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরশেদ খান লন্ডন থেকে ঢাকায় ফেরার পথে ফ্লাইট বিলম্ব হওয়ার কারণে আমার সঙ্গে কথা বলেছেন। এর বাইরে একজন মাত্র মন্ত্রী, বাণিজমন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী আমাদের বাণিজ্য মেলাতে এসেছিলেন। তিনি যাওয়ার সময় বললেন, 'কোলকাতা থেকে আগে যখন ফিরতাম তখন কেসি দাসের সন্দেশ আর বাগ বাজারের রসগোল্লা নিয়ে যেতাম।' আমি বললাম, 'এবার আপনি যখন ফিরবেন তখনও পাবেন।' আমরা চাই সম্পর্কটা এই জায়গায় আসুক। কিন্তু রসগোল্লা, সন্দেশ- ইলিশ মাছ, সবই গুলিয়ে দিচ্ছে মৌলবাদীরা।

২০০০ : মৌলবাদীরা সুযোগ নিতে চাইবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সাম্প্রতিক অবনতিশীল সম্পর্কের পেছনে কী অন্য কোনো কারণ আছে? ভারত বাংলাদেশের কাছ থেকে গ্যাস আমদানি করতে চাইছে, বাংলাদেশ দিতে চাইছে না। বাংলাদেশের ওপর চাপ তৈরি করাও কী সাম্প্রতিক উত্তেজনার একটা কারণ?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : বাংলাদেশকে চাপ দেয়ার কোনো প্রয়োজন আমাদের নেই। বাংলাদেশের যে গ্যাস আছে সেটা আপনাদের প্রাকৃতিক সম্পদ। এই সম্পদ ভোগ করার অধিকার আপনাদের। যদি বাংলাদেশ তার সবটা ভোগ করতে পারে, ভোগ করবে। যদি ভোগ করতে না পারে, কী করবে সেটা বাংলাদেশই ঠিক করবে। জোর করে চাপ দিয়ে গ্যাস আমরা আনতে চাই না। তবে আমি যতদূর জানি বাংলাদেশের গ্যাস বিক্রি করার প্রয়োজন আছে। বাংলাদেশ এই গ্যাস সম্পূর্ণ ব্যবহার করতে পারবে না। বাড়তি গ্যাস যদি বাংলাদেশ বিক্রি করতে না চায়, করবে না। এখানে তো আমাদের কোনো কথা থাকতে পারে না। এ কারণে আমরা অন্য ব্যবস্থা করছি। বাংলাদেশ থেকে নয়, আমরা গ্যাস আনছি মিয়ানমার থেকে। মিয়ানমারের সঙ্গে আমাদের চুক্তি হয়ে গেছে।

'মুসলমান আসলে 'অনুপ্রবেশকারী' আর হিন্দু আসলে 'শরণার্থী'- আমি এ ভাষায় কথা বলি না। আমার মগজেও এসব নেই। এটা হচ্ছে বিজেপির কথা। সাম্প্রদায়িক শক্তির কথা'

২০০০ : মিয়ানমার থেকে গ্যাস কলকাতায় কীভাবে আনবেন?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে পাইপলাইনে গ্যাস আসবে। চুক্তি হয়ে গেছে।

২০০০ : কতদিনের মধ্যে আপনারা গ্যাস পাচ্ছেন?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : পাইপলাইন বসাতে একটু সময় লাগবে। পাইপলাইন বসানো হয়ে গেলেই গ্যাস পাবো আমরা।

২০০০ : ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে পাইপলাইনে গ্যাস আনার কথাও তো শোনা গিয়েছিল।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে গ্যাস আনতে হলে তো বাংলাদেশের অনুমতি লাগবে। তবে সেটার এখন আর প্রয়োজন হবে না। আমরা হিসাব করে দেখেছি, আপনারা অনুমতি দিলেও বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে ত্রিপুরা থেকে গ্যাস আনা আমাদের জন্য ভায়াবল হবে না। মিয়ানমার থেকে গ্যাস আনলে এর থেকে অনেক কম খরচ হবে। এখন মিয়ানমার থেকে গ্যাস আনাটাই আমাদের জন্য লাভজনক।

২০০০ : এবার ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসঙ্গে আসি। ভারতের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যে বাংলাদেশের ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ১০০০ কোটি ডলার । এই ঘাটতি কমাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কী সহায়তা দিচ্ছে? চাহিদা থাকলেও বাংলাদেশের পণ্য ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করতে পারছে না। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশী রপ্তানিকারকরা যে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন তা প্রতিকারে রাজ্য সরকার কী কোনো সহযোগিতা করতে পারে না?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : ভারত সরকারের সঙ্গে বাংলাদেশের নিয়মিত আলোচনা হচ্ছে। বৈষম্য কমিয়ে আনা যায় কীভাবে সেটা দেখা হচ্ছে। এখানে রাজ্য সরকার হিসেবে আমরা তো নির্ধারকের ভূমিকা পালন করতে পারি না। আমাদের কাছে যখন বিশেষ কোনো আইটেমের ব্যাপারে মতামত চায় তখন আমরা মতামত দিতে পারি। যেমন লাক্সারি ট্যাক্স। এ কারণে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হচ্ছিল। তারা বলতেই আমরা লাক্সারি ট্যাক্স তুলে নিয়েছি। আলোচনা এগুচ্ছে। আরো ৩৫টি আইটেম নিয়ে আলোচনা চলছে। আমরা চাই, একটা সমান মর্যাদা নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য চলুক।

২০০০ : এর বাইরে বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে বিশাল অঙ্কের চোরাচালান বাণিজ্য আছে, যার বেশির ভাগই হয় আসলে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে। এ ক্ষেত্রে আপনারা কী কোনো সহযোগিতা করতে পারেন না?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : সীমান্ত তো নিয়ন্ত্রণ করে বিএসএফ। কেন্দ্রীয় সরকার বিএসএফকে নিয়ন্ত্রণ করে। এখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কিছু করার থাকে না।

এ ধরনের সীমান্ত চোরাচালান আটকানো খুব কঠিন। যেখানে সীমানা বোঝাই কঠিন, নদী আছে... চোরাচালান আটকানো প্রায় অসম্ভব। তবে এখন যেভাবে চোরাচালান হচ্ছে সেটা আর একটু কমানো নিশ্চয়ই সম্ভব। এর জন্য বিএসএফ এবং বিডিআরকে আরো একটু শক্ত হতে হবে। যেমন আমাদের এখানে ৩৪ ব্যাটালিয়ন বিএসএফ থাকার কথা, আছে ২২ ব্যাটালিয়ন। বিএসএফ-বিডিআরের সংখ্যা বাড়ালে, এবং তারা তৎপর হলে হয়তো চোরাচালান একটু কমবে। কিন্তু চোরাচালান একেবারে বন্ধ করা খুব কঠিন কাজ।

২০০০ : নেপালের সঙ্গে সড়কপথে বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য বাংলাবান্ধা হয়ে পশ্চিমবঙ্গের ওপর দিয়ে যেতে হয়। আপনাদের থেকে এই সুবিধাটা যথাযথভাবে বাংলাদেশ পায়নি।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : নেপালের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্যের জন্য যখন পশ্চিম বাংলার সীমানা ব্যবহারের কথা এলো তখন আমরা এক মাসের মধ্যে ক্লিয়ারেন্স দিয়েছিলাম।

২০০০ : কিন্তু সমস্যাটার তো সমাধান হয়নি।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : সমস্যা যেটা রয়ে গেছে সেটা আমাদের সঙ্গে নয়, নেপালের সঙ্গে। বাংলাদেশ থেকে কী কী যাবে, নেপাল থেকে কী কী আসবে সেটা নিয়ে হয়তো একটা সমস্যা আছে। আমি যতদূর শুনেছি নেপাল তেমন কিছু কিনতে পারছে না।

২০০০ : বাংলাদেশের বাণিজ্যমন্ত্রী তো 'এক্সপোর্ট জোন' করার জন্য কোলকাতায় জায়গা চেয়েছিলেন। সেটার কী হলো?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : জায়গা তো আমাদের কাছে চাইলে হবে না, চাইতে হবে দিল্লির কাছে। আমি এখনো জানি না বাংলাদেশের পক্ষ থেকে দিল্লির কাছে জায়গা চাওয়া হয়েছে কীনা। চাইলে দিল্লি আমাকে বলবে। দিল্লি আমাকে বলার ৭ দিনের মধ্যে সল্টলেকে জায়গা দিয়ে দেব।

২০০০ : পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশী বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার কোনো উদ্যোগ কী আমাদের আছে?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : বাংলাদেশের কিছু ব্যবসায়ী যারা অনেকদিন ধরেই এখানে এসে ব্যবসা করছেন। তাদেরকে আমি চিনি। তারা এখানে ভালোই ব্যবসা করছেন। নতুন করে তেমন কেউ আসেননি। তবে একজন এসেছেন বৈদ্যুতিক খুঁটির নতুন একটা টেকনোলজি নিয়ে। তার টেকনোলজিটা খুব ভালো। বিশেষ করে আমাদের মতো দেশের জন্যে। কেউ যদি বাংলাদেশ থেকে আমাদের এখানে আসেন তাহলে সব রকমের সাহায্য সহযোগিতা দেয়া হবে।

২০০০ : আবার মৌলবাদ প্রসঙ্গে আসি। দু'দেশের সম্পর্কের অবনতির ক্ষেত্রে আপনি যে সাম্প্রদায়িক শক্তির কথা বলছেন তার থেকে আমাদের মুক্তির উপায় কী?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : শেষ পর্যন্ত মৌলবাদ শেষ কথা বলতে পারে না, শুভবুদ্ধির জয় হবে। এই মুহূর্তে এছাড়া আর কী বলব? আমাদের দু'দেশেই সেকুলার শক্তি আছে। ফান্ডামেন্টালিস্টরা তো সবটা এখনো দখল করতে পারেনি। বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের একটা বিশেষ অবদান আছে। অতীতের সব আন্দোলন সংগ্রামে ছিল। তারা শেষ কথা বলবে, না বাংলাদেশের মৌলবাদী জামায়াত শেষ কথা বলবে? আমার বিশ্বাস ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিই শেষ কথা বলবে।

২০০০ : ভারতে তো মৌলবাদী শক্তি খুবই তৎপর। রাষ্ট্র ক্ষমতায়ই সাম্প্রদায়িক শক্তি।

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : আমরা আমাদের দেশের মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা করছি। সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী সব শক্তিকে আমরা একত্রিত করার চেষ্টা করছি। দুনিয়া জুড়ে মৌলবাদের দাপাদাপি চলছে। সব ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি একত্রিত হলে মৌলবাদী শক্তি পরাজিত হবে।

২০০০ : মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে বামফ্রন্টের অবস্থান নিয়ে তো কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ের মৌলবাদ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বামফ্রন্ট কীভাবে লাভবান বা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : বাংলাদেশে সামরিক শাসন চলে যাওয়ার পর ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্রের যে আবহের সূচনা হয়েছিলো তাকে পিছিয়ে দিয়ে যদি মৌলবাদী শক্তি এগিয়ে আসে তাহলে আমরা সত্যি সত্যি খুব বিপদে পড়ে যাবো। কারণ আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে আন্তরিকভাবেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক চাই। যদি আপনারা নেতিবাচক ভূমিকা নিতে শুরু করেন, তাহলে আমরা বামপন্থিরা খুব বিপদে পড়ে যাবো।

২০০০ : ইতিমধ্যে কী কিছুটা বিপদে পড়েছেন?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : সীমান্ত জুড়ে অনেক মৌলবাদী শক্তি সক্রিয় তো। তারা 'অনুপ্রবেশকারী' আর 'শরণার্থী' বলে ধর্মীয়ভাবে বিভাজন করে সুবিধা নিতে চাইছে।

২০০০ : আপনি কী বিজেপি'র কথা বলছেন?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : সেটা আপনি বুঝে নিন। তারা যাতে ঘোলাজলে মাছ ধরতে না পারে, সেটাও ঠেকাতে হচ্ছে আমাদের।

২০০০ : ভারতের মৌলবাদী শক্তি বিজেপি'র অবস্থা তো কখনোই পশ্চিমবঙ্গে ভালো ছিলো না। এখন...

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : এখনো নেই।

২০০০ : ভালো হওয়ার সম্ভাবনা আছে?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : না, বিজেপির অবস্থান পশ্চিম বাংলায় ভালো হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

২০০০ : পশ্চিমবঙ্গে আপনারা তো দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে সরকারি ক্ষমতায়। গত নির্বাচনের সময় তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা ব্যানার্জী অভিযোগ করেছেন আপনারা নাকি সন্ত্রাস এবং কারচুপি করে বিজয়ী হয়েছেন?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : মমতা ব্যানার্জী কি বলেন তার মানে বের করা খুব কঠিন। তার বিষয়ে কথা বলে সময় নষ্ট করতে চাই না। পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকদের কী তিনি মেষ শাবক মনে করেন, যে সন্ত্রাস করলেই জিতে যাওয়া যাবে?

২০০০ : পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এই বিশ-পঁচিশ বছর ধরে কেন আপনাদের ভোট দেয়? ভূমি সংস্কারের সাফল্যই কী এর অন্যতম কারণ?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : ভূমি সংস্কারই তো আমাদের সাফল্যের ভিত্তি। দেশী-বিদেশী সাংবাদিকরা তো আমাদের বারবার এই প্রশ্নই করেন। কী করে ২৬ বছর ধরে ক্ষমতায় আছেন, কী করে ৬টি নির্বাচনে

'আসলে দু'পক্ষের আলোচনায় কখনো বিষয়গুলো প্রাধান্য পায়নি। বাংলাদেশ আলোচনায় ৩৫টি পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার চায়। ভারত বলে তাহলে করিডর দিতে হবে, গ্যাস দিতে হবে ইত্যাদি। সীমান্তের এই সমস্যাগুলোকে কোনো সরকারই গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেনি'

জিতলেন? ভারতের কোনো রাজ্যে এটা হয়নি। এর বেসিক ফ্যাক্টর আপনি যেটা বললেন ভূমি সংস্কার সাফল্য। আমাদের রাজ্যের চাষযোগ্য জমির ৭০ ভাগ ৯৪ ভাগ কৃষকের হাতে। এরা ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক চাষী। এই পুরো কাজটি করেছে বামফ্রন্ট সরকার। সরকারে আসার পরেও আমরা ১০ লাখ একর জমি ক্ষুদ্র এবং দরিদ্র কৃষকদের ভাগ করে দিয়েছি। ১৫ লাখ বর্গাদার রেকর্ড করেছি। আমাদের রাজ্যে আগে খাদ্য নিরাপত্তা ছিলো না। এখন আছে। আমরা বাড়তি খাদ্য উৎপাদন করছি। পুরো ভারতের মধ্যে ধান, আলু, সবজি, মাছ সব কিছুতে পশ্চিমবাংলার অবস্থান এক নম্বরে।

আমাদের ভূমি সংস্কারের সাফল্য গ্রামাঞ্চলের শ্রেণী শক্তির বিন্যাসটাকেই পাল্টে দিয়েছে। ভূমি সংস্কারের এই অভাবনীয় সাফল্যই নির্বাচনে জেতার কারণ। এর জন্যে আমাদের দীর্ঘদিন ধরে সততার সঙ্গে কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে। আমাদের এই এতো বড় সাফল্য দু'একটি বক্তৃতা দিয়ে, ভিত্তিহীন অভিযোগ করে তো আর ছুঁড়ে ফেলা যাবে না।

২০০০ : পশ্চিম বাংলার পঞ্চায়েত ব্যবস্থার অনেক প্রশংসা আমরা শুনি। পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সুফল পশ্চিমবাংলার মানুষ কীভাবে পাচ্ছে?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : দেখুন, কৃষির এই সাফল্যটাকে সংগঠিত করা যেত না পঞ্চায়েত না থাকলে। জমিটা গেছে গরিবের হাতে। নিম্নবর্ণ, আদিবাসী, সংখ্যালঘু এদের হাতে রয়েছে চাষযোগ্য জমি। ফলে পঞ্চায়েতের নেতৃত্বেও রয়েছে এরা। যে সব রাজ্যে ভূমি সংস্কার হয়নি সেসব রাজ্যে পঞ্চায়েতের নেতা লাঠিয়ালরা। কিন্তু পশ্চিমবাংলার চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের রাজ্যে গরিবদের হাতে জমি, গরিবদের হাতে পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েতের সাফল্য আজকে গরিব মানুষকে রাজনৈতিক মঞ্চে একত্রিত করেছে। নেতৃত্ব এখন এদের হাতে। এর ফলে গ্রামাঞ্চলের একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে গেছে। এই কাজটি করেছে আমরা, বামফ্রন্ট। এ কারণেই জনগণ বারবার আমাদের ভোট দিচ্ছে।

২০০০ : ভোটের ফলাফল বলে শহরাঞ্চলে তুলনামূলকভাবে বামফ্রন্টের অবস্থান দুর্বল। এর কারণ কী?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : আপনি ঠিকই বলেছেন শহর, আধা শহর অঞ্চলে বামফ্রন্টের অবস্থান গ্রামাঞ্চলের তুলনায় দুর্বল। তবে এখানে অর্গানাইজ সেক্টরে আমাদের সাফল্য আছে। কিন্তু আনঅর্গানাইজ যে বিশাল সংখ্যক বেকার যুবক আছে, তাদের কাছে আমরা হয়তো সেভাবে পৌঁছাতে পারিনি। গ্রামের সব চেয়ে দরিদ্র মানুষ বামফ্রন্টের কাজের সুফল পেয়েছে। শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী তেমন সুবিধা পায়নি আমাদের থেকে। গ্রামের দরিদ্র মানুষকে জমি দিয়ে খুশি করতে পেরেছি, তার কাছে পৌঁছতে পেরেছি। মধ্যবিত্তের তো চাহিদা বেশি। সব সময়ই সে আর একটু ভালো থাকতে চায়। তাকে খুশি করা খুব কঠিন। এ কারণে এখন বাজেটে আমরা কর্মসংস্থানের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি। নিজস্ব উদ্যোগে উৎসাহিত করার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি। আমাদের রাজ্যে শিল্পকারখানা হচ্ছে। কিন্তু আধুনিক শিল্প কারখানায় খুব বেশি কর্মসংস্থান হবে না। এ জন্য নিজস্ব উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দিকে আমরা খুব গুরুত্ব দিচ্ছি।

২০০০ : অভিযোগ আছে শিল্প কারখানা গড়ে তোলার ব্যাপারে বামফ্রন্ট খুব একটা আগ্রহী নয়। কিছু শিল্প কারখানা নাকি বন্ধও হয়ে গেছে?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : গত চার বছরে একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়েছে বলে আমার জানা নেই। আমার জানা আছে শিল্পকারখানায় ভারত বর্ষে আমরা দ্বিতীয় অবস্থানে আছি, গুজরাট আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছে। জিডিপিতে সারা ভারতের মধ্যে আমরা দ্বিতীয়। কর্নাটকের জিডিপি ৮, পশ্চিমবাংলার ৭.৫। আমাদের রাজ্যে গত তিন বছরে যা বিনিয়োগ হয়েছে গুজরাট ছাড়া অন্য কোনো রাজ্যে তা হয়নি। প্লাস্টিক কেমিক্যালস, অ্যাগ্রো বেজড যেমন আম, আনারস, লিচু ইত্যাদি আমরা কৃষি স্তর থেকে কৃষিভিত্তিক শিল্প স্তরে নিয়ে যাচ্ছি। আইটি ইনফরমেশন টেকনোলজি দেরিতে শুরু করেছি। কিন্তু আমাদের গ্রোথরেট ১৫০। কারণ আমাদের মানব সম্পদ সবচেয়ে বেশি। কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার সবচেয়ে বেশি আমাদের রাজ্যে। এ কথা সত্যি যে শিল্পে আমরা পিছিয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এখনকার চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। গত দশ বছরে কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান পুঁজি নিয়ে পশ্চিমবাংলা থেকে চলে যায়নি। এসেছে অনেক। ভিডিওকন এসেছে, মিৎসুবিসি, স্যামসং-এর মতো বিশাল প্রতিষ্ঠান এসেছে। হিন্দুস্থান লিভার আগেও ছিলো, এখনো আছে, সিমেন্স, আইটিসি সবই আছে আমাদের রাজ্যে। তাদের প্রেসার আরো বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গ থেকে কেউ শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিয়ে অন্য রাজ্যে চলে গেছে '৯৪ সাল থেকে এমন ঘটনা ঘটেনি। '৯৪ সাল থেকেই আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিসি নিয়েছি।

'আপনাদের অজান্তে এসব হচ্ছে, না আপনারা জেনেও কিছু করছেন না। যদি অজান্তে হয়, তাহলে আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ আপনারা সতর্ক হোন। আমাদের দেশের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে আপনাদের দেশের ভেতর থেকে এটা হতে পারে না। যে বাংলাদেশের জন্য '৭১ সালে আমরা সীমান্ত খুলে দিয়েছিলাম'

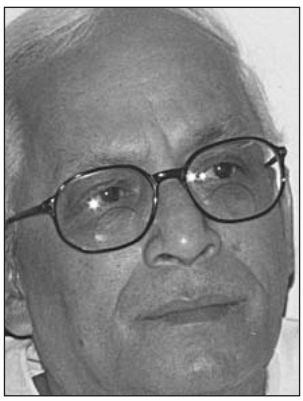

২০০০ : পশ্চিমবঙ্গের প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়ার অবস্থান আপনাদের বিপক্ষে কেন?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : বৃহৎ পুঁজি সম্পৃক্তরা বামপন্থিদের সমর্থন করে না। এ কারণে বৃহৎ পুঁজির কাগজ এবং ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়া আমাদের সমর্থন করে না। তবে পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন হচ্ছে এখন। শিল্পপতিরা রাজনৈতিক দর্শনের কারণেই বামপন্থিদের সমর্থন করে না। কারণ আমরা তো তাদের স্বার্থের চেয়ে গরিবের স্বার্থকে বেশি গুরুত্ব দেই।

২০০০ : আগামী মে মাসে পঞ্চায়েত নির্বাচন। আপনাদের পরিকল্পনা কী?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : কাজ করছি। কীভাবে আরো ভালো ফলাফল করা যায় সেটা ভাবছি। পঞ্চায়েত নির্বাচন নিয়ে এখন মন্তব্য এটুকুই।

২০০০ : বাংলাদেশের মানুষ এবং সরকারের উদ্দেশে বিশেষ কিছু বলবেন?

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য : বাংলাদেশের মানুষের সঙ্গে, বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সব সময় আমরা ভালো সম্পর্ক রাখতে চাই। এই সাক্ষাৎকারে আমি হয়তো কিছু কথা বলতে বাধ্য হয়েছি। আমার অনুরোধ থাকবে বাংলাদেশের মানুষের কাছে, বাংলাদেশ সরকারের কাছে- এ কথাকে অন্যভাবে নেবেন না। আমরা একে অপরকে শ্রদ্ধা করলে, বিশ্বাস করলে উভয়েরই উপকার হবে। আমরা সব সময়ই বাংলাদেশের মঙ্গল কামনা করি। আপনারাও আমাদের ক্ষতি করতে পারে এমন কোনো শক্তিকে আপনাদের দেশে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেবেন না। আমরা একে অপরের বন্ধু হয়েই পাশাপাশি থাকতে চাই।